বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ওয়েবসাইট: www.bscic.gov.bd, ই-মেইল: info@bscic.gov.bd

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) নিবন্ধন করার যৌক্তিকতা ও সুবিধাদি

১. প্রতিটি ব্যবসা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচিতির প্রয়োজন রয়েছে। নিবন্ধন ব্যবসা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি প্রদান করে থাকে। ব্যবসা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচিতির জন্য নিবন্ধন অপরিহার্য। অতত্রব, ব্যবসা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচিতির জন্য নিবন্ধন করা অর্থাৎ বিসিক থেকে নিবন্ধন করা অপরিহার্য।

২. মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির শিল্প এমনকি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিসিক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাই পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিসিকের নিকট হতে নিবন্ধন নেয়া হলে সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

৩. মাঝারী, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির শিল্প এমনকি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইউলিটি সার্ভিস অর্থাৎ গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সংযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে বিসিকের নিবন্ধনের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হিসেবে নিবন্ধিত হলে সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে রিবেট পাওয়া যায়।

৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করার জন্য বিসিকের নিবন্ধন প্রয়োজন হয়।

৫. মাঝারী, ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প এমনকি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল/ যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে আইআরসি (আমদানি নিবন্ধন সনদ) সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে বিসিকের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

৬. মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির শিল্প এমনকি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত হলে আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ৫% আয়কর মওকুফ/ রিবেট পাওয়া যায় এবং কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে ১০০% ভ্যাট মওকুফ সুবিধা পাওয়া যায়।

৭. বাংলাদেশে মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির শিল্প এমনকি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিসিকে নিবন্ধিত হলে উদ্যোক্তাকে শিল্প কারখানা স্থাপনে, উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখতে, বিপণন ব্যবস্থা উন্নত করতে, উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখতে, উৎপাদিত পণ্যের সাব-কন্ট্রাকটিং করা ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোক্তাকে সকল ধরণের কারিগরি তথ্য, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিসিকের নিবন্ধন নেয়া আবশ্যক।

৮.মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির শিল্পের জন্য বিসিকের নিজস্ব তহবিল ও এসএমসিআইএফ ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিসিক কর্তৃক ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিসিকের নিবন্ধনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমূহ উক্ত ঋণ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

৯. মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির শিল্প বড় আকারে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিসিক কর্তৃপক্ষ "প্রকল্প প্রস্তাব ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন" তৈরি করে তফসীলভুক্ত ব্যাংকসমূহে সুপারিশ সহকারে প্রেরণ করেন এবং ঋণ প্রাপ্তিতে বিসিক কর্তৃপক্ষ সুপারিশকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিসিকের নিবন্ধন থাকা প্রয়োজন।

১০. বিসিকের নিবন্ধন প্রাপ্ত শিল্প ইউনিটসমূহ কোন কারণে রুগ্ন হয়ে পড়লে, সে ক্ষেত্রে বিসিক কর্তৃপক্ষ শিল্পের রুগ্নতার কারণ নিরুপন করে উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে; অর্থাৎ বিসিক রুগ্ন শিল্পের ডায়াগনোসিস ষ্ট্যাডি করে রুগ্নতা নিরসনের পরামর্শ প্রদান করে থাকে ।

১১. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিসিকের নিবন্ধন নেওয়া আবশ্যক।

১২. লবন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিসিকের নিবন্ধন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক এবং ভোজ্য লবণ তৈরিতে স্বল্প মূল্যে পটাসিয়াম আয়োডেট সরবরাহসহ ভোজ্য লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে লবণের গুনগত মান বজায় রাখার বিষয়ে বিসিক প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।